দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

উপজেলা পর্যায়ে একটি করে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সরকারি করা হোক

দেশের প্রতিটি জেলায় তিন-চারটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে জেলা সদরের একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় সরকারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে উপজেলা বিকেন্দ্রীকরণের পরে প্রতিটি জেলার দু'একটি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়। জেলা সদরের বাইরে অনেক উপজেলায় সরকারি কলেজও রয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও সমতার ভিত্তিতে বিগত সরকারের আমলে জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজ সরকারি করা হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে অনেকটা সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা সদরে মূলত পুরাতন জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। অনেক সরকারি কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তিন ভাগের দুই ভাগই সরকারি। অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অবহেলিত। মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হলে উচ্চ শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। অথচ এই মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুণগত মানে ধরে রাখতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়নি। পিছিয়ে পড়া নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এতে ছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার গুণগতমান তেমন বাড়ছে না। গুণগতমান বাড়ানোর জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেবার জন্য আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে দেশের উত্তরাঞ্চল আরো অবহেলিত। সর্বোপরি সমতা আনার লক্ষ্যে যে সব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, সে উপজেলা সদরে অবস্থিত একটি করে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সরকারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ রবিউল ইসলাম, *সহকারী শিক্ষক,*
বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।